[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

হাসাদাহ বাজারে হাটচালীর চালের বেহাল দশা!

চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা হাসাদাহ বাজারের কাচামালের হাটচালীর চালের বেহাল অবস্থা। এটি ভেঙ্গে পড়ে যে কোন সময় ঘটতে পারে প্রাণ হানির মত বড় ধরনের দুর্ঘটনা ।

এই বাজারে অনেক দূরদূরান্ত থেকে জীবন জীবীকার তাড়নাই অনেকেই কাঁচা মালের ব্যবসা করতে আসেন । কিন্তুু এই হাটচালীর চাল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে যে কোন সময় সেটি ভেঙ্গে পড়তে পারেন এমনিই আশঙ্খার মধ্যে সবাই ব্যবসা করে চলেছেন ।

উপস্থিত কয়েকজন কাঁচামাল ব্যবসায়ীর সাথে কথা বললে তারা খুবিই দুঃখের সাথে বিষয়টি বর্নণা করে বলেন যে , আমরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এখানে ব্যবসা করি একটি চালের বেহাল দষা। আর একটি চালের নিচে কোন প্রকার বসা যায়না কারন অল্প একটু বৃষ্টি হলেই চালের নিচে জ্বলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, কারণ ভীতরে মাটি নেই অনেক নিচু ।

বিষয়টি নিয়ে ঐ বাজারের ইজারাদার হাটমালিকের সাথে কথা বললে হাট মালিক হাসিবুল হক বিষু জানান যে , এই বাজারের ভীতরে প্রবেশ করার মত নেই কোন রাস্তার ব্যবস্থা । সরকারি জায়গা যেটুকু আছে সেটাও আবার বিভিন্ন লোকের দখলে, আমি এই সমস্যটি নিয়ে এলাকার সাধারণ মানুষের জন সার্থে ইতোপূর্বে সাবেক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত ভাবে আবেদন করেছিলাম সেখান থেকে আমাদেরকে আশা দেখিয়ে ছিলেন, কিন্তুু জানিনা কি কারণে তা আর বাস্তবায়ন হয়নি ।

প্রয়জন হলে আমি আবারও বর্তমান উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বরাবর লিখিত আবেদন করবো। বিষয়টি নিয়ে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এস.এম মুনিম লিংকনের সাথে কথা বললে তিনি এই সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করবেন বলে এমনটিই জানান। এটি যাতে অতি দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা হয় তার জন্য এলাকার সর্ব সাধারণ জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ উর্ধ্বতন সকলের সু-দৃষ্টি কামনা করেছেন।

অনিয়মের পটু সাব-রেজিস্টার মামুন বাবর

সময় মত অফিসে না আসা, দুর্নীতিতে ডুবে থাকা ও চরম স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরকে আল্টিমেটাম দিয়েছেন আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

সময় মত অফিসে না এলে প্রয়োজনে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ে ঢোকার সব পথ বন্ধ করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মামুন বাবর অফিসে না আসায় উপজেলার সর্বোচ্চ এই দুই কর্মকর্তা সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন।

আলমডাঙ্গার কোথাও আত্মগোপনে থাকা মামুন বাবর অবশেষে ৫ টা ৫০ মিনিটে কার্যালয়ে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অভুক্ত থেকে সাব-রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অপেক্ষা করতে থাকেন।

সাব রেজিস্ট্রার মামুন বাবর দিনভর অফিসে আসেননি এই সংবাদ পেয়ে দুপুরের পর থেকে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী সাব রেজিস্ট্রি কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেন। অফিস থেকে কেউ একজন মামুন বাবরকে বিষয়টি জানিয়ে দেন। ভয়ে তিনি আলমডাঙ্গায় কারো বাড়িতে আত্মগোপনে চলে যান। বিকেল সাড়ে ৫ টার দিকে উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসার এলাকা ছাড়লে ৫ টা ৫০ মিনিটে মামুন বাবর অফিসে ঢোকেন। এ সময় উপজেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে জমি কেনা-বেচায় আসা শত শত নারী- পুরুষ তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন।

জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপার বাসিন্দা মামুন বাবর আলমডাঙ্গায় সাব-রেজিস্ট্রার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন বেশ কয়েক বছর ধরে। তিনি সপ্তাহে তিনদিন প্রতি সোমবার, মঙ্গলবার ও বুধবার ঝিনাইদহ থেকে আলমডাঙ্গায় এসে দায়িত্ব পালন করেন।

সূত্র জানায়, সাব-রেজিস্টার মামুন বাবরের অফিসে আসার কোন ঠিক-

উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, সময় মত অফিসে না এলে আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২

আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।

আলমডাঙ্গার জামজামীতে সরকারি ঔষধ বিক্রি করায় ওহেদকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার জামজামীতে ঔষধের দোকানে সরকারি হাসপাতালের ঔষধ পাওয়ায় দোকানী ওহেদ আলীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির। এ সময় দোকানে সরকারি ও মেয়াদোত্তীর্ণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকার ঔষধ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

আদালত সূত্র জানায়, জামাজামী ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ওহেদ আলী জামজামী বাজারের ব্রীজ মোড়ে একটি ঔষধের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের বেশকিছু ব্রান্ডেল ঔষধ দোকানে রেখে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়া তার দোকানে অনেক মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানায়, মধুপুরে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ওহেদ অসাধু কর্মকর্তার মাধ্যমে সরকারি ঔষধ কম দামে কিনে বিক্রি করেন। এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট।
এ সময় আদালতের নিরাপত্তায় ছিলেন জামজামী ক্যাম্পের এএসআই আনিছুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় ২ মাদক সেবীর কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় দুই মাদকসেবীকে ৫ দিন করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মাদক সেবনের অপরাধে ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই নাইম শনিবার দুপুরের মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গোপিবল্লবপুর গ্রামের মৃত মোকাম মন্ডলের ছেলে আসমান ও কামালপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রনিকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন।

ওই দুজনকে মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ৫ দিনের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা গোকুলখালী বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গোকুলখালী বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোকুলখালী বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম টোকন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বিপ্লব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ আব্দুল

বাতেন, গোকুলখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ বিকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোকুলখালি বাজার কমিটির সদস্যরা ও বাজারের সকল ব্যবসায়ী।

বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, গোকুলখালি বাজারে যে ক্যাম্প রয়েছে, এটা ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আমাদের ইউনিয়নের সকল জনগণ নিরাপদে রয়েছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি এগুলো নেই বললেই চলে।

এই গোকুলখালি বাজারে স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ,পানের হাট,গরু হাট আরও সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের বিকল্প কিছু নেই। তাই পুলিশ ক্যাম্প এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন না করে এটা এলাকাবাসী ও সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি।

চুয়াডাঙ্গায় বাস চাপায় ছয়জন নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ বাজারে ঢাকা ফেরত রয়েল পরিবহনের চাপায় পথচারী ও ভ্যানচালকসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, তিতুদহ এলাকার মিলন (৪০), সোহাগ (২০), শরীফ (৩০), রাজু (৩০), ষষ্টি (৩৫) ও কালু (৪৫)।

চুয়াডাঙ্গা সদর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ জানান, শনিবার সকালে রয়েল পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গায় ফিরছিলো। পথে সরোজগঞ্জ বাজারে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ভ্যান ও ভটভটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুইজন। এ ঘটনায় আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো চারজন মারা যান।

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন।

তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর

হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।